সেপ্টেম্বরে ৭০ সংবাদকর্মী হামলা-হয়রানির শিকার: প্রতিবেদন



ছবি: সংগৃহীত

সেপ্টেম্বর মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সারা দেশে অন্তত ৭০ জন সংবাদকর্মী হামলা, গ্রেপ্তার, আইনি হয়রানি ও হুমকির শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জার্নালিস্টসের (বিএজে) সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

শুক্রবার (২ অক্টোবর) সংগঠনটির গবেষণা ও মনিটরিং সেলের সম্পাদক মাহমুদুল হাছানের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

বিএজের তথ্য অনুযায়ী, আক্রান্ত ৭০ সংবাদকর্মীর মধ্যে ৪০ জন শারীরিক হামলা ও আঘাতের শিকার হয়েছেন। আইনি হয়রানির মুখে পড়েছেন ৮ জন। আর সরাসরি হুমকি, হেনস্তা ও পেশাগত কাজে বাধার শিকার হয়েছেন ২২ জন।

প্রতিবেদনে কক্সবাজারের একটি ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে এক সাংবাদিকের পরিবারের কাছে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে স্থানীয় একটি কিশোর গ্যাং। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ধারালো কিরিচ ও হাতুড়ি নিয়ে সাংবাদিকের পরিবারের ওপর হামলা করা হয়। এতে তার মা হাতুড়ির আঘাতে এবং ছোট ভাই ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হন।

চাঁদপুরের কচুয়ায় এক যুবকের বিরুদ্ধে তার ভাতিজিকে ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর এক সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। পথরোধ করে হামলার সময় ওই সাংবাদিকের শিশুকন্যাকেও মারধর করা হয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঢাকার পল্লবীতে 'আশিক গ্রুপের' চাঁদাবাজি নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর সাংবাদিক প্রান্ত পারভেজের বাসায় রাত ২টার দিকে হামলা ও গুলির ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেলে করে আসা একদল ব্যক্তি এ হামলা চালায় বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

এ ছাড়া মিরপুরে অবৈধ হকার উচ্ছেদ অভিযানের সংবাদ সংগ্রহের সময় বিভিন্ন গণমাধ্যমের অন্তত ছয় সাংবাদিককে ঘেরাও, ধাওয়া ও মারধর করা হয়। এ সময় ক্যামেরা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা এবং একটি টেলিভিশন চ্যানেলের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে।

বিএজের গবেষণা ও মনিটরিং সেল বলেছে, সাংবাদিকদের ওপর হামলা, বাধা ও আইনি হয়রানির পেছনে আইনের শাসনের ঘাটতি ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি দায়ী। এসব ঘটনা স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য হুমকি বলেও মন্তব্য করেছে সংগঠনটি।

বিএজে জানিয়েছে, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাব কিংবা পেশিশক্তি ব্যবহার করে সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। সংগঠনটি প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে।